সূরা আল্ ফাতের-৩৫
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সম্ভবত এটি পূর্ববর্তী সূরাটির সমসাময়িক। পূর্বের সূরাতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছিল, বনী ইসরাঈলের মতো তাদেরকেও জাগতিক সম্পদ, সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী করা হবে। কিন্তু যদি তাদের প্রাচুর্যের ও খ্যাতির সোনালী দিনগুলোতে তারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয় এবং সব কিছু ভুলে ভোগ-বিলাসের জীবনে নিজেদেরকে কার্যত জড়িত রাখে তাহলে বনী ইসরাঈলের মতো তারাও ঐশী গযব ডেকে আনবে। বর্তমান সূরাতে পুনরায় তাদেরকে সম্মান ও খ্যাতির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু যদি তারা কুরআনের অনুশাসনকে যথাযথভবে মেনে চলে এবং এর নির্দেশাবলী পালনে কখনো নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন না করে তবেই তারা সেই সম্মান ও খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হবে।

বিষয়বস্তু

সূরাটি এই ঘোষণাসহ শুরু হয়েছে, "সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্রষ্টা।" এই ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হয়েছে, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্ শুধু মানুষের বাহ্যিক প্রয়োজনই পূরণ করেননি, বরং তিনি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা মিটাবার দিকেও যথাযথ খেয়াল রেখেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফিরিশ্‌তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাদের মাধ্যমে তিনি বিশ্ব-জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং মানুষের নিকট তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ ঘটান। এতে আরো বলা হয়েছে, মানুষ সৃষ্টির প্রথমাবস্থা থেকেই তিনি যুগে যুগে নবী-রসূলদের মাধ্যমে মানুষের নিকট তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে আসছেন এবং এখন চূড়ান্তভাবে মানুষের নিকট তাঁর নেয়ামত প্রদানের লক্ষ্যে তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর মানুষ যেন এই মহান নেয়ামতকে অস্বীকার না করে। তাহলে এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তাদেরকে দুঃখজনক পরিণাম ভোগ করতে হবে। এ কথা জানিয়ে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সতর্ক করেছেন। অতঃপর সূরাটিতে মানুষের সামান্য অবস্থায় জন্মগ্রহণের প্রসঙ্গ টেনে একটি নৈতিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ইসলামও অনুরূপভাবে একটি সামান্য অবস্থা থেকে একদিন এক শক্তিশালী আন্দোলনে রূপান্তরিত হবে। ইসলামকে একটি সুমিষ্ট পানির সাগরের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তৃষাতুর পথিকের তৃষ্ণা মিটাবার জন্যই এর আবির্ভাব। তারপর জানোনা হয়েছে, ইসলামের আবির্ভাব কোন অভিনব ঘটনা নয়। পৃথিবীর বুকে যেমন দিনের পর রাত আসে, তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও অন্ধকারের পর আলোর আবির্ভাব হয়। দীর্ঘদিনের আধ্যাত্মিক অন্ধকার যুগে যখন আল্লাহ্‌র ওহী-ইলহাম প্রেরণ বন্ধ ছিল, সেই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন পুনরায় ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছে, যার ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী আলোকিত হবে এবং আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় এটাই, ইসলামের মাধ্যমে তিনি এখন এক নতুন সৃষ্টি ও এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম করবেন। বস্তুত কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা অন্ধকে চক্ষু, বধিরকে কর্ণ এবং মৃতকে নতুন জীবন দান করবেন। কিন্তু যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের হৃদয়ের অর্গল বন্ধ রাখবে এবং ঐশী ডাকে সাড়া দিবে না তারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত বলে পরিগণিত হবে। অতঃপর সূরাটিতে পার্থিব জগতের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, এসব অবস্থার সাথে আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন ঘটনাবলীর গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। পৃথিবীর শুষ্ক ও শক্ত মাটিতে যখন বারিবর্ষণ হয় তখন তা এক নতুন জীবন-সম্ভারে স্পন্দিত হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন প্রকারের ফসল, ফুল ও ফলের উদ্ভব হয় যাদের রং, স্বাদ ও আকৃতি কতই না বৈচিত্র্যপূর্ণ। বৃষ্টির আকারে যে পানি অবতীর্ণ হয় তাতো একই থাকে, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে ফসল ও ফলের সমাহারে থাকে বিভিন্নতা। একইভাবে আধ্যাত্মিক বারি যদিও একই থাকে, কিন্তু মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য ও স্বাভাবিক যোগ্যতার হের-ফের হেতু ঐশী-বারি অর্থাৎ ওহী-ইলহাম প্রেরণের ফলও বিভিন্ন হয়ে থাকে। একদিকে তখন যেমন অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও আল্লাহ্‌ভীরু মানুষের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে ভীষণ দুষ্ট প্রকৃতির মানুষও জন্ম দেয় যারা সত্যের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালাতে থাকে। তবে সত্যের অনুসারী ও অন্ধকারের শক্তির মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব এর একটি পরিসমাপ্তি আছে আর তা হচ্ছে, মিথ্যার ওপরে সত্যের বিজয়। সূরাটির শেষের দিকে পৌত্তলিকদের অযৌক্তিক বিশ্বাস ও তজ্জনিত তাদের পরিণামের প্রতি সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাদের বিশ্বাস মিথ্যা এবং আচার-আরাধনা ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি তারা তাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকার জিদ বজায় রাখে তাহলে তাদের ওপর ঐশী শাস্তি অবতীর্ণ হবে। অবশ্য এটা ঠিক যে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর এবং তিনি পাপীদেরকে অবকাশ দেন যাতে তারা নিজেদের সংশোধন করে। কিন্তু তাদের বিপথগামিতায় তারা যখন আরো ব্যাপকতার সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িত করে তখন তাদের নিজেদের অপকর্মের ফলেই ঐশী অনুকম্পার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

★ [এ সূরার ২ নম্বর আয়াতে সেসব ফিরিশ্‌তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার ডানাবিশিষ্ট। এ দিয়ে এ কথা বুঝানো হয়নি যে ফিরিশ্‌তাদের কোন বাহ্যিক ডানা থাকে। বরং এর মাধ্যমে পদার্থের চারটি মৌলিক (রাসায়নিক) মিশ্রণ ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে সব ধরনের অদ্ভুত রাসায়নিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। বিশেষভাবে খোদাভীরু বিজ্ঞানীগণ এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে কার্বনের চার (রাসায়নিক) মিশ্রণ ক্ষমতার সাথে অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে সেই জীবন অস্তিত্ব লাভ করেছে, যাকে বিজ্ঞানীগণ 'কার্বনভিত্তিক জীবন' বলে থাকেন। কুরআন করীমের এ আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে, এর চেয়ে বেশি ডানাবিশিষ্ট ফিরিশ্‌তারাও রয়েছে, যাদেরকে তোমরা এখনো জান না এবং তাদের প্রভাবাধীনে অনেক মহান রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবে। বর্তমানে মানুষ এদের সম্পর্কে ধারণাও করতে পারে না।

এ সূরায় আরো একবার এরূপ দুটি সমুদ্রের কথা বলা হয়েছে, যার মাঝে একটির পানি লবণাক্ত এবং অন্যটির পানি মিষ্টি। কিন্তু এটি আল্লাহ্ তাআলার এক আশ্চর্যজনক শিল্পকর্ম, লবণাক্ত পানিতে প্রতিপালিত প্রাণীর মাংসও মিষ্টিই হয়ে থাকে এবং মিষ্টি পানিতে প্রতিপালিত প্রাণীর মাংসও মিষ্টিই হয়ে থাকে। অনবরত লবণাক্ত পানি পানকারী মাছের মাংস এ পানির লবণাক্ততার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব হলো? (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَّكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتٌّ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّخَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

সূরা আল্ ফাতের-৩৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪৬ আয়াত এবং ৫ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, [খ]যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার ডানাবিশিষ্ট (অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্ট) ফিরিশ্‌তাদের বার্তাবাহকরূপে নিযুক্তকারী। সৃষ্টিতে তিনি যত চান বাড়ান[২৪০৭]। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৩। [গ]আল্লাহ্ মানুষের জন্য রহমতের (যে দুয়ার) খুলে দেন [২৪০৮] তা কেউ বন্ধ করতে পারে না এবং তিনি যা বন্ধ করে দেন এর পর কেউ তা জারী করতে পারে না। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ④

৪। হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। [ঘ]আল্লাহ্ ছাড়াও কি কোন স্রষ্টা আছে, যে আকাশ ও পৃথিবী থেকে তোমাদের রিয্‌ক দান করে? তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব উল্টোদিকে কোথায় তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৬ঃ১৫; ১২ঃ১০২; ১৪ঃ১২; ৪২ঃ১২ গ. ৩৯ঃ৩৯ ঘ. ১০ঃ৩২; ২৭ঃ৬৫; ৩৪ঃ২৫।

২৪০৭। প্রকৃতির সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকির ভার ফিরিশ্‌তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে (৭৯ঃ৬)। ফিরিশতাদের কর্তব্যের মধ্যে এও একটি। তাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে নবীদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী ও ইচ্ছা বহন করে এনে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া। বাণী-বাহী ফিরিশ্‌তাগণ একই সঙ্গে দুই, তিন বা চারটি গুণ প্রকাশ করে থাকেন। অন্যান্য ফিরিশ্‌তাদের আরো বেশি বেশি সংখ্যক গুণাবলী রয়েছে। 'আজ্‌নেহা' অর্থ শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক (লেইন)।

অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়, ফিরিশ্‌তাগণ বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পরিমাণের শক্তি ও গুণ রাখেন। যে কার্য তাদেরকে করতে দেয়া হয়, সেই কার্যোপযোগী শক্তি ও গুণ সঠিক পরিমাণে তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন। কোন কোন ফিরিশ্‌তাকে অন্যান্য ফিরিশ্‌তা থেকে অধিকতর শক্তি-সামর্থ্য ও গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে সকলের প্রধান হলেন হযরত জিব্‌রাঈল। তাই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্‌র বাণী নবীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তাঁকেই অর্পণ করা হয়েছে। এ গুরুদায়িত্ব তাঁরই তদারকি ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২৪০৮। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ আকাশমালা ও বিশ্ব সৃষ্টি করার পর মানুষের ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনাদি মিটাবার সর্বাত্মক ব্যবস্থা করেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা সিদ্ধান্ত করেছেন, তিনি মানুষের ওপর অপার করুণা বর্ষণ করবেন, কুরআনের মতো মহাআশীর্বাদপুষ্ট গ্রন্থ দ্বারা মানবজাতিকে সুপথে পরিচালিত করবেন।

৫। [ক]আর তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলে (জেনে রাখবে) তোমার পূর্বেও রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আর সব বিষয় আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾

৬। হে মানবজাতি! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন কখনো তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে এবং কোন ধোঁকাবাজ যেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনো তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٦﴾

৭। [খ]নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু বলেই জেনো। সে নিজের দলবলকে শুধু এ জন্যই ডাকে যেন তারা লেলিহান আগুনের অধিবাসী হয়ে যায়।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٧﴾

৮। যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অনেক বড় পুরস্কার।

১ [৮] ১৩

أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٨﴾ ع

★ ৯। অতএব যে ব্যক্তির কাছে [গ]তার মন্দকাজ সুন্দর করে দেখানো হয় এবং সে নিজেও তা সুন্দর বলে দেখে, সে কি (তার মত হতে পারে যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে)? নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান বিপথগামী হতে দেন এবং যাকে চান হেদায়াত দেন। সুতরাং তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন বিনাশ হয়ে না যায়[২৪০৯]। তারা যা করছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন।

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٩﴾

১০। আর আল্লাহ্‌ই বায়ু পাঠান যা মেঘমালাকে ওপরে উঠায়। এরপর আমরা তা কোন মৃত অঞ্চলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাই। আর [ঘ]আমরা তা দিয়ে ভূমিকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করে তুলি। এভাবেই পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠা (নির্ধারিত)[২৪১০]।

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ﴿١٠﴾

ক, ৬:৩৫; ২২:৪৩; ৪০:৬, ৫৪:১০, খ.২:১৬৯; ১২:৬; ১৮:৫১; ২০:১১৮, গ. ১৬:৬৪, ২৭:২৫; ২৯:৩৯, ঘ.২২:৭; ৫৭:১৮।

২৪০৯। নিজের জাতির লোকজনের প্রতি নবী করীম (সাঃ) এর ভালবাসা, হিতৈষণা ও শুভেচ্ছার এক জীবন্ত ও জ্বলন্ত প্রমাণ এই আয়াতটি। তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় তাঁর (সাঃ) হৃদয় উদ্বেলিত ছিল। তাই তাঁর আনীত সত্যের প্রতি তাদের বিরোধিতা তাঁর মনকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল (১৮ঃ৭ দ্রষ্টব্য)।

২৪১০। 'নুশূর' (পুনরুত্থান) বলতে এখানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অধঃপতিত, মৃতবৎ একটি জাতির আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানকে বুঝিয়েছে। আয়াতটির তাৎপর্য হলো, বৃষ্টির পানি পাওয়ার সাথে সাথে যেমন শুষ্ক-মৃত পৃথিবী ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে, তেমনি ঐশী-বাণী-রূপ জীবন-প্রদায়ী পানি পেয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শুষ্ক ও মৃতবৎ মানবজাতি নতুন জীবন লাভ করে জেগে ওঠে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ
جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ
يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴿١١﴾

★ ১১। যে-ই সম্মান চায় (সে জেনে রাখুক) সব সম্মান আল্লাহ্‌রই হাতে। পবিত্র কথা তাঁরই দিকে উঠে যায় এবং সৎকাজ একে উন্নীত (করতে সাহায্য) করে। আর [ক]যারা মন্দ কৌশল আঁটে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব এবং তাদের কৌশল ব্যর্থ হবে।★

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا
تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ
وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ
مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ
عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١٢﴾

১২। [খ]আর আল্লাহ্ মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এরপর বীর্য থেকে (সৃষ্টি করেছেন), এরপর তিনি তোমাদের জোড়া বানিয়েছেন। আর যে কোন নারীই গর্ভধারণ করে এবং সন্তান প্রসব করে তা কেবল তাঁর জ্ঞান অনুযায়ীই করে। আর কোনও দীর্ঘায়ু (ব্যক্তির) যে আয়ু বাড়ানো হয় এবং তার যে আয়ু কমানো হয় তা (এক) কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে[২৪১১]। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র জন্য এটি অতি সহজ।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ
فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ
اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا
طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً
تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ
مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩। আর দুটি সমুদ্র[২৪১২] একই রকম হতে পারে না। এটির পানি খুব মিষ্টি, সুস্বাদু (ও) সুপেয়। আর সেটির পানি খুব লোনা (ও) তিতা। [গ]আর তোমরা প্রত্যেকটি থেকে তাজা মাংস খাও এবং সাজগোজের সেইসব উপকরণ বের কর, যা তোমরা পরিধান করে থাক। আর তুমি এতে নৌযানগুলোকে পানির বুক চিরে চলতে দেখ। (এ ব্যবস্থাপনার কারণ হলো,) তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ
النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ

১৪। [ঘ]তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান[২৪১৩] এবং [ঙ]তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন। (এ দুটোর) প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) নির্ধারিত মেয়াদের দিকে ধেয়ে চলছে। ইনিই হলেন আল্লাহ্,

দেখুন ঃ ক. ২৭ঃ৫১; ৩৫ঃ৪৪ খ. ১৮ঃ৩৮; ২২ঃ৬; ২৩ঃ১৩-১৪; ৩৬ঃ৭৮; ৪০ঃ৬৮ গ. ১৬ঃ১৫; ৪৫ঃ১৩ ঘ. ২২ঃ৬২; ৩১ঃ৩০; ৫৭ঃ৭ ঙ. ৭ঃ৫৫; ১৩ঃ৩; ৩১ঃ২১।

★[কোন কোন লোক সমাজে বড় লোকদের সাথে মিলামেশাকে নিজ নিজ সম্মানের কারণ মনে করে। কিন্তু মু'মিনদের এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, সম্মান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দান করা হয় এবং বিরুদ্ধবাদীরা পৃথিবীতে তাদের লাঞ্ছিত করতে যে চেষ্টাই করবে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪১১। এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে বলে মনে হয়। অতি সামান্য এক-বিন্দু বীর্য থেকে যেমন সুসমন্বিত, সুগঠিত, পূর্ণাবয়ব মানুষ গড়ে ওঠে, তেমনি দরিদ্র ও নগণ্য মুসলমানরা একদিন এক বিরাট জাতিতে পরিণত হবে। 'যে কোন নারীই গর্ভধারণ করে এবং সন্তান প্রসব করে তা কেবল তাঁর জ্ঞানানুযায়ীই করে। আর কোনও দীর্ঘায়ু (ব্যক্তির) যে আয়ু বাড়ানো হয় এবং তার যে আয়ু কমানো হয়' কথাগুলোর মাঝে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। এতে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদী শত্রুদের বংশ লোপ পাবে আর মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি লাভ করবে।

২৪১২। সত্য-ধর্ম ও মিথ্যা-ধর্ম, এ দুটিকে রূপকভাবে দুটি সমুদ্র বলা হয়েছে। ২০৮৫ টীকা দেখুন। রূপক বর্ণনা অব্যাহত রেখে বলা হচ্ছে যে যদিও লোনা পানি পানের ও সেচ কাজের অযোগ্য, তথাপি এর অন্যান্য ব্যবহার রয়েছে। এর মধ্য থেকে মাছ ও অলঙ্কার আসে। তেমনভাবে ইসলামের বর্তমান শত্রুরা লোনা পানির মতো ঝাঁঝাল ও অপেয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঔরসে এমন বংশাবলীর জন্ম হবে যারা ইসলামের বাণীর প্রতি অনুগত ও অতি উৎসাহী বাহক হবে।

২৪১৩। পূর্ববর্তী আয়াতের উপমার ভাষা এ আয়াতেও স্থান পেয়েছে। 'আন্ নাহার' (দিনে) দ্বারা শক্তি, উন্নতি ও প্রগতিকে বুঝিয়েছে এবং 'আল্ লায়ল' (রাত) দ্বারা জাতীয় দীনতা, হীনতা ও অধঃপতনকে বুঝিয়েছে।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٣﴾

তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁরই এবং [ক]তোমরা তাঁকে ছেড়ে যাদের ডাক তারা খেজুরআঁটির ঝিল্লিরও মালিক নয়[২৪১৩-ক]।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٥﴾

১৫। [খ]তোমরা এদের ডাকলে এরা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর কিয়ামত দিবসেও (আল্লাহ্‌র সাথে) তোমাদের শরীক সাব্যস্ত করাকে এরা অস্বীকার করবে। আর এক মহান সংবাদদাতার ন্যায় অন্য কেউ তোমাকে (উত্তমরূপে) অবহিত করতে পারে না।

তৃতীয়াংশ ২ [৭] ১৪

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٦﴾

★ ১৬। হে মানবজাতি! [গ]তোমরা আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ্‌ই স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) পরম প্রশংসাভাজন।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٧﴾

১৭। [ঘ]তিনি চাইলে তোমাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং (এর পরিবর্তে) এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٨﴾

১৮। [ঙ]আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেও কঠিন নয়[২৪১৪]।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٩﴾

১৯। [চ]আর কোন ভার বহনকারী (প্রাণী) অন্য কারো ভার বহন করবে না। আর কোন ভারগ্রস্ত ব্যক্তি তার বোঝা বহনের জন্য কাউকে ডাকলেও তার (বোঝা) থেকে কিছুই বহন করা হবে না, এমন কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও (সে তা বহন করবে না)। [ছ]তুমি কেবল তাদের সতর্ক করতে পার যারা অদৃশ্যে থাকা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। আর যে-ই পবিত্রতা অবলম্বন করে সে নিজের জন্যই পবিত্রতা অবলম্বন করে। আর আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

২০। [জ]আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না।

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢١﴾

২১। আর অন্ধকার ও আলো (সমান হতে পারে না)।

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢٢﴾

২২। আর ছায়া ও রোদ (সমান হতে পারে না)।

দেখুন ঃ ক. ১৩ঃ১৫; ৪০ঃ২১ খ. ৭ঃ১৯৪ গ. ৪৭ঃ৩৯ গ. ৪ঃ১৩৪; ১৪ঃ২০ ঙ. ১৪ঃ২১ চ. ৬ঃ১৬৫; ৩৯ঃ৮; ৫৩ঃ৩৯ ছ. ৩৬ঃ১২ জ. ১১ঃ২৫; ১৩ঃ১৭; ৪০ঃ৫৯।

২৪১৩-ক। 'কিৎমীর' অর্থ খেজুর-বীজের পশ্চাৎভাগের দৃষ্ট ছোট শ্বেতবিন্দু, অতি তুচ্ছ, হেয়, মূল্যহীন, অবজ্ঞার বস্তু (লেইন)।

২৪১৪। আল্লাহ্ তাআলা সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তিনি নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে এক নবসৃষ্টির পত্তন করবেন, নতুন নিয়ম চালু করবেন। আর এইরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

২৩। এভাবেই জীবিত এবং মৃতও সমান হতে পারে না[২৪১৫]। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান শুনিয়ে থাকেন। আর যারা কবরে পড়ে আছে তুমি কখনো তাদের শুনাতে পারবে না[২৪১৬]।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

২৪। ক.তুমি কেবল একজন সতর্ককারী।

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৫। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ খ.সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। আর গ.প্রত্যেক জাতিতেই কোন না কোন সতর্ককারী এসেছে[২৪১৭]।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

২৬। ঘ.আর তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলে (স্মরণ রাখবে) নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীরাও (রসূলদের) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলরা ঙ.সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং বিভিন্ন ঐশী পুস্তক ও উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিল।

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

৩ [১২] ১৫ ২৭। এরপর আমি অস্বীকারকারীদের ধরে ফেললাম। অতএব (তারা দেখে নিক) কিরূপ (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার শাস্তি!

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ১৩;, ১৩ঃ৮ খ. ২ঃ১২০; ৫ঃ২০; ১১ঃ৩; ২৫ঃ৫৭; ৪৮ঃ৯ গ. ১০ঃ৪৮; ১৩ঃ৮; ১৬ঃ৩৭ ঘ. ৬ঃ৩৫; ২২ঃ৪৩; ৪০ঃ৬; ৫৪ঃ১০ ঙ. ১৬ঃ৪৫।

২৪১৫। বিশ্বাসীদেরকে এখানে 'জীবিত' এবং অবিশ্বাসীদেরকে 'মৃত' বলা হয়েছে। কেননা সত্য গ্রহণ করার ফলে বিশ্বাসীদের মধ্যে নবজীবনের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। আর চিরস্থায়ী জীবনের স্পর্শমণি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে অস্বীকারকারীরা আধ্যাত্মিক মৃত্যুকে তাদের নিজ হাতে বরণ করে নিয়েছে।

২৪১৬। যারা ইচ্ছা করেই নিজেদের কর্ণকে এবং হৃদয়কে ঐশী-বাণী শ্রবণ ও গ্রহণে বন্ধ করে রাখে মহানবী (সাঃ) এর সাধ্য নেই তিনি তাদের হৃদয় ও কর্ণ সত্য গ্রহণের পক্ষে খুলে দেন। এ শ্রেণীর লোকেরা কবরে প্রোথিতদেরই মতো মৃত ও অপাংক্তেয়।

২৪১৭। এ আয়াত এমন একটা মহান সত্যকে জগতের সামনে তুলে ধরেছে, যা কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতির কাছে অজ্ঞাত ছিল। সেই সত্যটি হলো, অতীত জাতিগুলোর প্রত্যেকের মধ্যেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষদের আগমন হয়েছে, যারা নিজ নিজ জাতির মধ্যে নিজ নিজ যুগে একই আল্লাহ্‌র বাণী, একই সত্য ও ধর্মপরায়ণতার কথা প্রচার করেছিলেন। এই মহান সত্য ও বিরাট তথ্য অন্যান্য ধর্মের ঐশী উৎপত্তিকে সাব্যস্ত করে এবং ধর্মগুলোর প্রবর্তকগণকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষরূপে প্রমাণ করে। এটা মুসলমানদের ধর্মের অঙ্গবিশেষ যে তারা অন্যান্য ধর্মের সংস্থাপককে সমভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি করবে। বিশ্বমানবের কাছে এই মহাসত্যকে উপস্থাপন করে ইসলাম বিভিন্ন বিশ্বাস-অবলম্বী জাতির মধ্যে শুভেচ্ছা ও সমঝোতার ভিত্তি রচনা করেছে। বিভিন্ন ধর্মবলম্বী ও বিভিন্ন বিশ্বাসধারী জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে পারস্পরিক হিংসা ও রেষারেষি বিদ্যমান রয়েছে তা দূরীকরণের জন্য এ পবিত্র সত্য অতি সুমহান অবদান রাখতে পারে।

২৮। [ক]তুমি কি দেখনি, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন? এরপর এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রঙ্গের ফলফলাদি উৎপন্ন করি। আর বিভিন্ন রঙ্গের পাহাড়পর্বত রয়েছে। এর কোন কোনটি সাদা, কোনটি লাল, কোনটি বিচিত্র রঙ্গের এবং কোন কোনটি নিকষ কালো[২৪১৮]।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٨﴾

২৯। আর এভাবেই মানুষ ও ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রাণী এবং গবাদি পশুর মাঝেও প্রত্যেকেরই রং ভিন্ন ভিন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে[২৪১৯]। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পড়ে, নামায কায়েম করে [খ]এবং তাদের আমরা যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে[২৪২০] তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা রাখে যা কখনো বিনাশ হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴿٣٠﴾

৩১। [গ]কেননা তিনি তাদের প্রতিদান তাদের পুরোপুরি দিবেন, বরং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো বাড়িয়ে দিবেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম গুণগ্রাহী।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣١﴾

দেখুন ঃ ক. ১৪ঃ৩৩; ২২ঃ৬; ৪৫ঃ৬ খ. ১৪ঃ৩২; ১৬ঃ৭৬ গ. ৩ঃ৫৮; ৩৯ঃ১১।

২৪১৮। এ আয়াতের বর্ণিত বিষয়বস্তু হলো, যখন শুষ্ক চৌচির মাটির ওপর বৃষ্টি পড়ে তখন কত রং বেরংয়ের শস্য, ফুল, ফল এই মাটিতে জন্মে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে এই ফল-ফুলগুলো, অথচ এগুলো সবই একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত ও উৎপাদিত হয়েছে। ফুল-ফলের মধ্যে এই যে বিভিন্নতা, বীজের ও মৃত্তিকা গুণের বিভিন্নতাই এর স্বাভাবিক কারণ। ঠিক তেমনিভাবে যখন মানুষের ওপর ঐশী-বাণী-রূপ পানি বর্ষিত হয় তখন মানুষভেদে এই পানির ক্রিয়াও ভিন্ন ফল প্রকাশ করে। কেননা মানুষের হৃদয়-মৃত্তিকার প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় তারা একই ঐশী-বাণীকে ভিন্ন ভিন্নরূপে গ্রহণ করে থাকে।

২৪১৯। আয়না বা দূরবীণের মধ্যে দৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের আকৃতি, রং ও বেরং এর সমাহার, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা যে কেবল ফুলে, ফলে ও পর্বতমালায় দৃষ্ট হয় এমন নয়, বরং এ দৃশ্যাবলী মানুষ, জন্তু ও গবাদি পশুর মাঝেও দেখা যায়। 'আন্ নাস' (মানুষ), 'আদ্ দাওয়াব' (জন্তু) এবং 'আল্ আন্'আম' (পশু) শব্দগুলো দ্বারা বিভিন্ন শক্তির, বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন মেজাযের মানুষকেও বুঝাতে পারে। 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে' এ বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, উপরোক্ত শব্দ তিনটি তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে যে শ্রেণী জ্ঞান-প্রাপ্ত সেই শ্রেণীর লোকই আল্লাহ্‌কে সঠিকভাবে ভয় করে। জ্ঞান বলতে এখানে কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান বুঝিয়েছে এরূপ মনে করা ঠিক নয়। এখানে বরং প্রাকৃতিক বিধানের জ্ঞানকেও বুঝিয়েছে। প্রকৃতির বিধান ও নিয়ামবলীকে অনুধাবন সহকারে, ভক্তিসহকারে পাঠ করলে অনিবার্যভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, আল্লাহ্‌র শক্তি কতই সীমাহীন। এই উপলব্ধি মানুষকে আল্লাহ্‌র ভক্তি-ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করে তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকাতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে।

২৪২০। পূর্ববর্তী আয়াতে যে সব 'উলামা' (জ্ঞানীরা) এর উল্লেখ আছে, এ আয়াতে সেই সব উলামার গুণাবলীও বর্ণিত হয়েছে।

৩২। আর আমরা তোমার প্রতি কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) থেকে যা ওহী করেছি তা-ই [ক]সত্য। (এ কিতাব) তা সত্যায়ন করে যা এর সামনে রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন (এবং তাদের) পুরোপুরি দেখেন।

وَالَّذِيٓ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ مِنَ الۡكِتٰبِ هُوَ الۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيۡرٌۢ بَصِيۡرٌ ﴿۳۲﴾

৩৩। এরপর আমরা আমাদের বান্দাদের মাঝ থেকে যাদের মনোনীত করেছি তাদের কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি। অতএব তাদের মাঝে এমনও কিছু (বান্দা) আছে যারা নিজেদের প্রাণের ওপর যুলুমকারী, তাদের মাঝে এমনও কিছু (বান্দা) আছে যারা মধ্যপন্থী এবং তাদের মাঝে এমনও কিছু (বান্দা) আছে যারা আল্লাহ্‌র আদেশে পুণ্য কাজে অগ্রগামী[২৪২১]। এটাই হলো (আল্লাহ্‌র) বড় অনুগ্রহ।

ثُمَّ اَوۡرَثۡنَا الۡكِتٰبَ الَّذِيۡنَ اصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَا ۚ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٌ لِّنَفۡسِهٖ ۚ وَمِنۡهُمۡ مُّقۡتَصِدٌ ۚ وَمِنۡهُمۡ سَابِقٌۢ بِالۡخَيۡرٰتِ بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَضۡلُ الۡكَبِيۡرُ ﴿۳۳﴾

৩৪। (তাদের প্রতিদান হবে) [খ]চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ। [গ]এতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের সোনার কাঁকণ ও মুক্তার (অলঙ্কার) পরানো হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّلُؤۡلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمۡ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ ﴿۳۴﴾

৩৫। আর তারা বলবে, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদের সব দুঃখ দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম গুণগ্রাহী।

وَقَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡۤ اَذۡهَبَ عَنَّا الۡحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَكُوۡرُ ﴿۳۵﴾

৩৬। তিনি নিজ অনুগ্রহে এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ গৃহে আমাদের বসবাস করিয়েছেন। সেখানে [ঘ]কোন দুঃখ আমাদের স্পর্শ করবে না এবং কোন ক্লান্তিও আমাদের স্পর্শ করবে না[২৪২২]।

الَّذِيۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَةِ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيۡهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيۡهَا لُغُوۡبٌ ﴿۳۶﴾

★ ৩৭। আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। [ঙ]তারা মারা যাবে, এমন (কোন) সিদ্ধান্ত তাদের জন্য কার্যকর হবে না যাতে এবং তাদের জন্য (আগুনের) আযাবও কমানো হবে না। এভাবে আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقۡضٰى عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوۡتُوۡا وَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمۡ مِّنۡ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجۡزِيۡ كُلَّ كَفُوۡرٍ ﴿۳۷﴾

দেখুন ঃ ক.২২ঃ৫৫, ৪৭ঃ৩, ৫৬ঃ৯৬ খ. ৯ঃ৭২, ১৩ঃ২৪, ১৬ঃ৩২, ৬১ঃ১৩, ৯৮ঃ৯, গ. ১৮ঃ৩২, ২২ঃ২৪, ৭৬ঃ২২ ঘ. ১৫ঃ৪৯ ঙ. ২০ঃ৭৫, ৮৭ঃ১৪

২৪২১। একজন মু'মিনকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শৃঙ্খলার বিভিন্ন কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথম পর্যায়ে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তিকে পরাভূত করার জন্য ভীষণ যুদ্ধ করতে হয় এবং সর্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে তার গন্তব্য পথের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হতে থাকে এবং গতি বৃদ্ধি করতে থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে আত্মত্যাগ ও প্রবৃত্তি দমন তার স্বভাবের অঙ্গ হয়ে পড়ে এবং নৈতিক উন্নতির চরম স্তরে সে পৌঁছে যায়। এখান থেকে জীবনের সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হওয়ার চেষ্টা ও গতি তীব্রতর ও বিরামহীন হয়ে থাকে।

২৪২২। আলোচ্য আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায়, মু'মিনদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যে সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি কুরআনে দেয়া হয়েছে এর স্বরূপ হলো, সকল প্রকারের ভীতি ও আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ, মনের পূর্ণতম প্রশান্তি প্রাপ্তি, হৃদয়ে পরম সন্তোষ সৃষ্টি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ছায়ায় আশ্রয় লাভ।

৩৮। আর তারা সেখানে চিৎকার করবে (আর বলবে), 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের (এ জাহান্নাম থেকে) বের কর। [ক]আমরা যা করতাম এর পরিবর্তে আমরা সৎকাজ করবো। (আল্লাহ বলবেন,) 'আমরা কি তোমাদের এতটা আয়ু দেইনি যাতে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো? এছাড়াও তোমাদের কাছে এক সতর্ককারীও এসেছিল। অতএব (এখন) তোমরা (তোমাদের ৪ [১১] ১৬ কৃতকর্মের) স্বাদ ভোগ কর। কারণ যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।'

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۗ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۗ فَذُوْقُوْا ع فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾

৩৯। [খ]নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে অবগত। নিশ্চয় তিনি অন্তরের কথাও ভাল করে জানেন।

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣٨﴾

৪০। তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। অতএব যে অস্বীকার করে তার অস্বীকারের (প্রতিফল) তার ওপরই বর্তাবে। আর অস্বীকারকারীদের অস্বীকার কেবল তাদের প্রতি তাদের প্রভু-প্রতিপালকের অসন্তুষ্টিই বাড়িয়ে দেয় এবং অস্বীকারকারীদের অস্বীকার শুধু তাদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ۗ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۗ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৪১। তুমি জিজ্ঞেস কর, [গ]'তোমরা কি তোমাদের (কল্পিত) শরীকদের দেখেছ, যাদের তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ডেকে থাক? তোমরা আমাকে দেখাওতো দেখি, তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে অথবা (কেবল) আকাশসমূহেই কি তাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে? অথবা আমরা কি তাদের কোন কিতাব দিয়েছিলাম, যার ভিত্তিতে তারা সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে?' বরং যালিমরা একে অপরের সাথে শুধু ধোঁকার প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٤٠﴾

৪২। [ঘ]নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন যেন এরা টলে যেতে না পারে। আর এ দুটো যদি (একবার) টলে যায় তিনি ছাড়া এরপর কেউই এদের ধরে রাখতে পারবে না[২৪২৩]। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু (ও) অতি ক্ষমাশীল।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤١﴾

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ৫৪, ২৬ঃ১০৩, ৩২ঃ১৩, ৩৯ঃ৫৯ খ. ১১ঃ১২৪, ১৬ঃ৭৮, ২৭ঃ৬৬ গ. ৩৪ঃ২৮, ৪৬ঃ৫ ঘ. ২২ঃ৬৬

২৪২৩। ঐশী ও পার্থিব নিয়ম-পদ্ধতির সুসংবদ্ধ বিন্যাস অনবরত সক্রিয় অবস্থায় থেকে সুসমন্বিতভাবে কাজ করে চলেছে, নিজ নিজ গতিপথে স্ব স্ব গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এতে বিরোধ বা ব্যতিক্রম নেই। এই সুদৃঢ় মধুর সমন্বয় ও ঐক্য জোরালোভাবে প্রকাশ করে, এর পিছনে এক সর্বশক্তিময়, বিজ্ঞানী-সত্তা কার্যরত রয়েছেন। দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেই সর্বশক্তিমান সত্তাই হলেন আল্লাহ্, যিনি আমাদের সকলেরই ভক্তি-ভালবাসা ও ইবাদতের একমাত্র যোগ্য দাবীদার।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٣﴾

৪৩। [ক]আর তারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় কসম খেয়ে (বলতো), তাদের কাছে কোন সতর্ককারী এলে তারা অবশ্যই অন্যান্য জাতি থেকে অধিক হেদায়াত পাবে। এরপর তাদের কাছে যখন সতর্ককারী এল তখন (তার আগমন) তাদের ঘৃণাকেই কেবল বাড়িয়ে দিল।

اِسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٤﴾

৪৪। কেননা [খ]পৃথিবীতে (তারা) অহঙ্কার এবং হীন ষড়যন্ত্র করতো। আর হীন ষড়যন্ত্র কেবল ষড়যন্ত্রকারীকেই ঘিরে ফেলে। তবে তারা কি পূর্ববর্তীদের (জন্য জারীকৃত আল্লাহ্‌র) রীতি (অর্থাৎ শাস্তি) ছাড়া অন্য কিছুর অপেক্ষা করছে? কিন্তু [গ]তুমি আল্লাহ্‌র রীতিতে কখনো কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না। আর তুমি আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন বড় নড়চড় দেখতে পাবে না।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫। [ঘ]তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? (যদি করতো) তাহলে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল! অথচ তারা এদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল। আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে কোন কিছুই ব্যর্থ করতে পারে না[২৪২৪]। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٦﴾ ع ٥ ٨

★ ৪৬। [ঙ]আর মানুষের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ যদি তাদের শাস্তি দিতেন তাহলে এ (পৃথিবীর) বুকে তিনি কোন বিচরণশীল প্রাণীকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি [চ]একটা নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেন[২৪২৫]। এরপর তাদের নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে যায় (তখন এটা প্রতীয়মান হয় যে), নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের (সম্পর্কে) পুরোপুরি অবহিত।★

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৫৮ খ. ২৭ঃ৫১-৫২ গ. ১৭ঃ৭৮, ৩৩ঃ৬৩, ৪৮ঃ২৪ ঘ.১২ঃ১১০, ২২ঃ৪৬ঃ৪৭, ৩০ঃ১০, ৪০ঃ২২, ৪৭ঃ১১ ঙ. ১০ঃ১২, ১৮ঃ৫৯ চ.৭ঃ৩৫, ১০ঃ৫০, ১৬ঃ৬২

২৪২৪। আল্লাহ্ তাআলার অটল সিদ্ধান্ত এটাই যে অবিশ্বাসীরা হযরত নবী করীম (সাঃ) এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য যত চেষ্টা-তদ্বির, যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং ইসলামই বিজয় লাভ করবে।

২৪২৫। করুণাময় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে ধীর। তিনি দুষ্ট, বিদ্রোহীকে সময় ও সুযোগ দান করেন যাতে তারা নিজেদেরকে সংশোধন করতে পারে। আল্লাহ্ যদি পাপীদেরকে সাথে সাথে ধরে ফেলতেন এবং তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতেন তাহলে তারা অতি অল্প সময়েই ধ্বংস হয়ে যেত, বিশ্বের বিলুপ্তি ঘটতো এবং পৃথিবীর সকল সৃষ্টজীবের জীবনাবসান হয়ে যেত। কেননা মানুষের ধ্বংসের পরে জীব-জন্তু, পশু-পাখি ইত্যাদির বেঁচে থাকার মধ্যে সার্থকতা বলে কিছুই থাকতো না। আয়াতটির অন্য অর্থ হতে পারে, আল্লাহ্ পৃথিবীর এ হীনমন্য ও ঘৃণ্য কীটগুলোকে তথা অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করতে কোন ইতস্তত করবেন না।

★ [এ আয়াত আরোপিত হয়েছে মানুষের প্রতি। কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে জীবজন্তু বিনাশ হয়ে যাবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয়, 'উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপানো হবে। বরং সত্য কথা হলো, জীবজন্তুর ধ্বংসের মাধ্যমে মানুষকেই শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। কেননা মানুষের জীবন চতুষ্পদ জন্তুর ওপর নির্ভরশীল। চতুষ্পদ জন্তু না থাকলে মানুষের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এখানে 'দাব্বাহ্' বলতে পৃথিবীতে বিচরণশীল এবং সরীসৃপ সব ধরনের প্রাণীকেই বুঝানো হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]